দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৪ ...

ইউজিসির ঘোষণায় আপত্তি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের

বছরে দুই সেমিস্টার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও বছরে দুটি সেমিস্টার চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ঘোষণায় আপত্তি তুলেছেন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তরা। উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে ইউজিসি আগামী বছর থেকেই বছরে দুটি সেমিস্টার চালুর নির্দেশ দিলেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি (এপিইউবি) বলছে, বর্তমান পদ্ধতিই সফল ও পরীক্ষিত। সরকারের পক্ষ থেকে হঠাৎ প্রতিষ্ঠিত ও সফল একটি পদ্ধতিকে ভেঙ্গে দুই সেমিস্টারের নির্দেশনা দেয়া আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। এতে শিক্ষার্থীদের খরচ কমবে না বরং বাড়বে।

এর আগে সম্প্রতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও বছরে দুটি সেমিস্টারের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে ইউজিসি। একই সঙ্গে বলা হয়, প্রতি সেমিস্টারের জন্য নির্ধারিত কোর্স ও কারিকুলাম যথাসময়ে শেষ করতে হবে। এছাড়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে ছয়টির বেশি প্রোগ্রাম অনুমোদন দেয়া হবে না। মঞ্জুরি কমিশনের আদেশে বলা হয়েছে, নিকট অতীতে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০'র সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এই অবস্থায় কমিশনের অনুমোদন ব্যতীত কোন প্রোগ্রাম বা কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে কমিশন এ কোর্স বা প্রোগ্রামের অনুমোদন দেবে না এবং ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর দায়ভার কমিশন নেবে না। কোন বিশ্ববিদ্যালয় এমন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত কোর্স বা প্রোগ্রামের নাম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হবে। একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ইউজিসির একাধিক কর্মকর্তা তাদের অবস্থানের বিষয়ে বলেছেন, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথায় কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রিক এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মেসির মতো কঠিন বিষয় খুলে বসেছে। যা চালানোর মতো ন্যূনতম সক্ষমতাও তাদের নেই। পরবর্তীতে এসব প্রোগ্রাম অনুমোদনের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা দেখা হবে। সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করলেও ছয়টির বেশি প্রোগ্রাম অনুমোদন দেয়া হবে না। কোর্স বা প্রোগ্রাম অনুমোদনের আগে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তা তদন্ত করা হবে। তাদের পরামর্শের বাইরে কোন কোর্স বা প্রোগ্রাম অনুমোদন দেয়া হবে না। কর্মকর্তারা জানান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় ভর্তি বাণিজ্যের প্রমাণ মিলেছে। পর্যাপ্ত অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক না থাকলেও প্রতিবছর তিন থেকে চারটি সেমিস্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি করছে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে মেধা যাছাইও করছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির (বিওটি) সদস্য ও ভিসি কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। যার অনুমোদন নেই ইউজিসির। এসব শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। তিন সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে বসিয়ে পাঠদানের প্রমাণও রয়েছে। সেমিস্টারের নির্ধারিত কোর্স শেষ না করেই পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এসব বিষয়ে ইউজিসি থেকে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে চিঠি দেয়ার পরও সংশোধন হয়নি। শেখ কবির হোসেন বলেন, দুই সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষার্থীদের খরচ কমার কোন কারণ নেই। উল্টো মাসভিত্তিক ফি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সংগঠন মনে করে, এমন একটি সিদ্ধান্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব সময়ই সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আমরা আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান করতে চাই। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি তাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে তিন সেমিস্টার থেকে দুই সেমিস্টারে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	

স্বাক্ষর